নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে সম্পাদিত 'সহবতি' ষাণ্মাসিক গবেষণা পত্রিকার বইমেলা, ২০২৩ সংখ্যাটি(সপ্তম বর্ষ) সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গের সমাহার। 'সম্পাদকের কলমে' জেনেছি যে এই সংখ্যাটি বিষয় বৈচিত্র্যে যেমন বিস্তার লাভ করেছে তেমনি আগের অন্যান্য সংখ্যা থেকে প্রবন্ধের সংখ্যাও বেশি।

মোট সাতটি পর্যায়ে 'সহবতি' আলোচিত হয়েছে— কথাসাহিত্য, নাটক, কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ, রবীন্দ্র সাহিত্য, ভাষা-শৈলী ও বিবিধ। 'কথাসাহিত্য' পর্যায়ে দেখি ত্রৈলোক্যনাথ-বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে একদম আধুনিকতম মাধ্যম অণুগল্পের আলোচনা এই পত্রিকায় শুধু স্থান পেয়েছে তা নয়, অধিকাংশ আলোচনাতেই যুক্তি-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্তে এসেছেন। 'মহাকান্তার' উপন্যাসে নির্দিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনসংগ্রাম ও বিপন্নতা যেমন স্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি, 'বিদুর' উপন্যাসের পুনর্নির্মান বা 'মুম'এর আলোচনা পাঠককে সমৃদ্ধ ও সচেতন করবে। অচিন্ত্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লোকনাট্যের স্বরূপ বিচার'এ লোকনাট্যের আঙ্গিকগত দিকের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাপিত জীবন, নানা জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধের বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ভবভূতির আখ্যান' নাটকে আধুনিক বাস্তবতার উন্মোচন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় তৎকালীন নাট্যশালার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হলে প্রবন্ধটি আরো সমৃদ্ধ হতো। 'কাব্য-কবিতা'য় বিভিন্ন কবির কাব্যালোচনায় কবিতার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তার ভাষা ও রূপের বিশ্লেষণ আছে তেমনি রয়েছে কবির সমকাল ও জীবনাদর্শ। সুস্মিতা ঘোষের আলোচ্য প্রবন্ধটির আলোচনা এই একুশ শতকে খুবই প্রাসঙ্গিক। তবে নারীবাদ ও সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ভারতী রায়ের রচনাটি আলোচনার দাবী রাখে। বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাণ্ডারের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও গুণগত মানে রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি নতুন ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে। বিশ শতকের আট-নয় দশক থেকে সাহিত্যে অঞ্চলভিত্তিক রচনার প্রবণতা বাড়ার সঙ্গেই আঞ্চলিক ভাষাও আলাদা করে জানার আগ্রহ তৈরি হয়েছে পাঠকের মনে। আর বেতারের ভাষা বাঙালিসংস্কৃতি তৈরির ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে 'ভাষা-শৈলী' পর্যায়টি এই পত্রিকায় খুবই প্রয়োজনীয় অংশ। 'বিবিধ' পর্যায়ে কর্তাভাজা থেকে শুরু করে ধর্ম-তন্ত্র-প্রেম-গোয়েন্দা এবং আত্মকথা-জীবনকথা-ডাইনি কুপ্রথা হয়ে শান্তিনিকেতন বা শান্তিপুরের বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রবন্ধগুলি এখানে স্থান পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে পত্রিকাটির মান সমৃদ্ধ করেছে। তবে এই বিবিধ বিষয় নিয়ে ভিন্ন একটি সংখ্যা প্রকাশ করলে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলির প্রতি সঠিক বিচার হতো বলে আমার ধারণা।

যাইহোক, সামগ্রিক বিচারে প্রচ্ছদ ও অলংকরণ থেকে শুরু করে মুদ্রণ সবমিলিয়ে পত্রিকার গুণগত মান সম্পাদকের সচেতন প্রয়াস এবং আন্তরকতার সাক্ষ্য বহন করে।

০৪-১০-২০২৩
এসোসিএট প্রোফেসর / Associate Professor
বাংলা বিভাগ / Deptt. of Bengali
ভাষা-ভবন / Bhasha-Bhavana
বিশ্বভারতী / Visva-Bharati